দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 06 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ শূন্য থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ শূন্য থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় নানা টানাপোড়েন চলছে। এতে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জিত হচ্ছে না। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনাকারী ৯টি আঞ্চলিক অফিস প্রধানের (উপপরিচালক) মধ্যে আটটি উপপরিচালকের পদই শূন্য। শূন্য রয়েছে তিন শ' সতেরোটি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে দু'শ' চৌত্রিশটি প্রধান শিক্ষকের পদ। ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিসার পদের মধ্যে ৩৯টি পদই শূন্য। বর্তমানে দেশের ৯টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মানসহ অন্যান্য কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব আঞ্চলিক অফিস গুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা,বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর এবং কুমিল্লা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে চট্টগ্রাম বাদে কোনটিতেই উপপরিচালক নেই। লোক না থাকায় কোন কোন শিক্ষা অঞ্চলে সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

উপপরিচালকের অফিসসমূহে ৯টি বিদ্যালয় পরিদর্শক ও আটটি বিদ্যালয় পরিদর্শিকার পদ বিদ্যমান। একমাত্র সিলেট অঞ্চলে কেবলমাত্র বিদ্যালয় পরিদর্শিকার পদ নেই। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে মাত্র ২টি অঞ্চলে বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্মরত আছেন। এগুলো হলো—রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে। অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিদর্শকের ৭টি পদই শূন্য।' আবার ৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শিকার মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র চারজন। অর্থাৎ চারটি বিদ্যালয় পরিদর্শিকার পদ শূন্য। অনুরূপ ভাবে সকল অঞ্চলে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক/ পরিদর্শিকার পদ শূন্য রয়েছে।

অপরদিকে ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিসার পদ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বর্তমানে ২৫টি জেলায় জেলা শিক্ষা অফিসার কর্মরত আছেন। বাকি পদগুলোতে সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার কিংবা সরকারী স্কুলের নন গেজেটেড সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক কিংবা প্রধান শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। ৩১৭টি সরকারী স্কুলে বর্তমানে পূর্ণ প্রধান শিক্ষক আছেন মাত্র ৮৩ জন। বাকি দু'শ' ৩৪টি প্রধান শিক্ষকের পদই শূন্য রয়েছে। অনুরূপভাবে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অসংখ্য সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

প্রসঙ্গত, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক-পরিদর্শিকার পদগুলো পিএসসির অন্তর্ভুক্ত ক্যাডারভুক্ত পদ।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, সদ্য বিদায়ী জোট সরকারের আমলে আত্মীকৃত সরকারী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাধান্য দিতে গিয়েই এ রকম কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়েছে। আত্মীকৃত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্যাডারভুক্ত পদ হলেও তাঁরা ক্যাডার সার্ভিস রুলের নিয়মনীতি অনুসরণ করেন না। কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক প্রধান শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার যারা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের যাবতীয় শর্তাদি পূরণসহ চাকরি স্থায়ীকরণ সত্ত্বেও তাঁদের পদোন্নতির বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। অথচ আত্মীকৃত 'প্রধান শিক্ষকদের কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনে এ ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এ ধরনের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক কোন অতিরিক্ত ব্যয় হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ ইতোমধ্যেই তারা কাঙ্ক্ষিত পদের আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন।

ন্যূন প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রান্তিক শিক্ষা। এই শিক্ষায় সরকারের ব্যয়ভারও উল্লেখযোগ্য। অথচ শিক্ষা প্রশাসনে এই ধরনের চিত্র সমস্ত জাতিকে হতাশ করে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের দীর্ঘসূত্রতায় মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন হচ্ছে না। তিনি অবিলম্বে যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের স্থান মতো পদোন্নতি ও পদায়ন করে মাধ্যমিক শিক্ষার অচল অবস্থাকে গতিশীল করার জন্য বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দাবি জানান।